অর্থে : এক. প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো; দুই. গ্রথিত, গাঁথা-মালা। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'-এ জানিয়েছেন—ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি, সেটিকে নারী ও পুরুষ আপনাপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে—তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার রচনাগত ভঙ্গিটি প্রায় এক এবং অবিকৃতই আছে।[১৪]

ছড়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যথা—১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে ছড়ার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ছড়ার মধ্যে পূর্বাপর অর্থের সঙ্গতি সামঞ্জস্য নেই। তবে এই বৈশিষ্ট্য ছেলেভুলানো ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সামগ্রিক ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লোকসাহিত্যের কোনো শাখাই অসঙ্গতিতে পূর্ণ নয়। আসলে লোকমানসের প্রতীকধর্মিতা বোধের প্রকাশ ছড়ায় পড়েছে। ২. ছড়ার বাক্য গঠন, পর্ববিভাগ ও বিন্যাস এবং অন্যান্য বাগ্‌ভঙ্গিতে পারম্পর্যহীনতা লক্ষ করা যায়। ৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে চিত্রময়তাকেই ছড়ার প্রাচীনতম লক্ষণ বলেছেন। ৪. ছড়ার পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে পারম্পর্যহীনতা লক্ষ করা গেলেও মিলের একটা বন্ধন রয়েছে। ৫. ছড়ায় কেবলমাত্র শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দই নয়, পয়ার, ত্রিপদী রীতিও লক্ষ করা যায়। বাংলা ছড়ায় এই সম্প্রসারণশীলতা (flexibility) ক্রিয়াশীল।

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক, তাঁর 'বাংলা ছড়ার ভূমিকা' গ্রন্থে ছড়াকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যথা—(১) আনুষ্ঠানিক (Functional, Ritualistic); (২) অনানুষ্ঠানিক (Non-functional, Non-ritualistic)। বাংলা ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রাকৃতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ছড়া রচিত হয়েছে। যেমন—একটি ছড়ায় তৎকালীন কৌলীন্যপ্রথার কথা বলা হয়েছে—

'তালগাছ কাটি বেসর গড়ি গৌরী হলো ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করব কী?'

অন্য একটি ছড়ায় সতীন সমস্যার কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—

'অশ্বত্থ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।'

একটি ছড়ায় নিমজ্জমান অর্থনীতির কথা প্রকাশিত হয়েছে—

'আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জালমুড়ি দিয়ে।।'

রাজনৈতিক (Political) ঘটনা নিয়েও ছড়া রচিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানীদের বোমাবর্ষণের কথা একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

'সা রে গা মা পা ধা নি।
বোম ফেলেচে জাপানি।

বোমের ভিতর কেউটে সাপ
ব্রিটিস বলে বাপ্-রে বাপ।'

বাংলা ছড়া সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১২৭৮—১৩২৯) নাম স্মরণ করা দরকার। তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া (১৩০২) প্রথম বাংলা ছড়া সংকলন গ্রন্থ। এরপর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৭—১৯৩৭) 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) ছড়া সংকলন হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেভুলানো ছড়া' (সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। মাঘ ১৩০১ এবং কার্তিক ১৩০২) সর্বপ্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তাঁর 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় অনেক পরে। এছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' (১৩৫০), আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২য় খণ্ড, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি ছড়া-সংকলন হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৪. প্রবাদ (Proverbs)

প্রবাদকে ইংরেজিতে 'Proverbs' বলা হয়। প্রবাদ হলো লোকায়ত মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ। ইংরেজিতে প্রবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়, 'A Proverb is a short sentence based on long experience.' প্রবাদ একান্তভাবে জীবন অভিজ্ঞতা নির্ভর। প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে আমাদের কাছে জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে উপস্থিত করে। এই উপায়টি আকস্মিক ধাক্কার, হঠাৎ চমকের।

বাংলা প্রবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যথা—১. প্রবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—সর্বজনগ্রাহ্যতা। ২. প্রবাদ রূপক আশ্রয়ী, আভিধানিক অর্থের অভ্যন্তরে অভীষ্ট একটি অর্থ থাকে। ৩. প্রবাদের ভাষা একটু তীক্ষ্ণধর্মী হয়। ৪. মানব চরিত্রের সমালোচনাই প্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ৫. প্রবাদের আয়তন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। ৬. প্রবাদ গদ্য-পদ্য উভয় রীতিতে রচিত হয়। ৭. প্রবাদ লোকশিক্ষামূলক।

বাংলা প্রবাদের বিষয় বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলা প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—এক. সামাজিক প্রবাদ; দুই. সাংস্কৃতিক প্রবাদ; তিন. ধর্মীয় প্রবাদ; চার. অর্থনৈতিক প্রবাদ; পাঁচ. রাজনৈতিক প্রবাদ; ছয়. পৌরাণিক প্রবাদ; সাত. ঐতিহাসিক প্রবাদ; আট. প্রাকৃতিক প্রবাদ; নয়. বিবিধ।

সামাজিক সমস্যার মধ্যে সতীন সমস্যা অন্যতম। একটি প্রবাদে সতীন সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে—'অশ্বত্থ কেটে বসত করি/সতীন কেটে আলতা পরি।' প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো জাত-পাতের বিচার চলে না। জাত-পাত মানতে গেলে প্রেম হয় না। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' দুর্গাপুজোর সময়, ঢাকের বাজনায় কানমাথা ধরে যায়। প্রবাদ তাই বলে—'ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।' পুজো বাঙালি-সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। একে সাংস্কৃতিক প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ধর্মের নাম ভন্ডামিকে বাংলার লোকায়ত সমাজ সমালোচনা করে। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—'একদশীর ঠাকুরাণী, ডুব দিয়ে খান পানি।' ধর্মীয় প্রবাদের মধ্যে ফেলা যায় এই প্রবাদকে।